অন্তর্জালের জ্বালা !

(টোয়েন্টি ফোর সেভেন লেখাটি পড়ে যারা চিঠি দিয়েছেন এবং যারা ভেবেছেন লিখব কিন্তু শত কারনে লেখা হয়নি তাদের ধন্যবাদ। সবার চিঠির আর অনুরোধের উত্তরগুলো আমি না হয় আমার লেখা দিয়ে শুরু করি।)

একজন মা আকুতি নিয়ে লিখেছেন..... 'আমার ছেলে এবং মেয়ে সারাদিন ইন্টারনেটে কি যে করে বুঝিনা। আমি নিজেও ইন্টারনেটের কিছু বুঝিনা। কি করব'?
সমস্যাটি কি কেবল একজন মায়ের নাকি এমন সমস্যা আরো অনেক বাবা মার আছে? আসুন আমরা উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েদের ইন্টারনেট ব্যবহার নিয়ে একটু গল্প করি। আমরা যখন এই উঠতি বয়সের যাত্রার ভিতর দিয়ে গিয়েছি তখন কি কি করেছি? সারাদিন যে বন্ধু-বান্ধব এর সাথে স্কুলে দিন কাটিয়েছি, স্কুল থেকে বাড়ী ফিরে আবার তাদের সাথেই খেলার জন্য আবার মাঠে গিয়েছি। বাবা-মা বলতো, 'সারাদিন ওদের সাথে স্কুলে একসাথে ছিলি- এখন আবার ওদের সাথে খেলা কিসের? পড়তে যা'। শত চেষ্টা করেও বাবা মা কে বুঝাতে পারতাম না স্কুলের ভিতর আর স্কুলের বাইরের কথা বার্তা আর বন্ধুত্ব এক নয়। কোন ভাবে বাবা মা'র কাছ থেকে খেলার অনুমতি মিললেও মা কঠিন স্বরে বলে দিত, 'সূর্য ডুবার আগে ঘরে ফিরতে হবে'। আমরা তাতেই খুশী। কোথায় সারা দিনের ক্লান্তি? এক দৌড়ে চলে যেতাম বন্ধুদের সাথে খেলা বা গল্প করতে। কি কি গল্প করতাম? উহু সেটা বলা যাবে না। কিন্তু বাবা মা নতুন কারো সাথে গল্প করতে বা ঘুরতে দেখলেই জিজ্ঞেস করতো, 'ঐ ছেলেটা কেরে? ওকে তো আগে কখোনো দেখিনি'? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মোটা মোটি একটা বার্ষিক পরীক্ষা দিতে হতো। বাবা মা যদি খুশী হলে- তবেই ঐ নতুন বন্ধুর সাথে খেলার অনুমতি মিলতো। এটা তো গেল আমাদের সময়ের গল্প। তাহলে এখনকার সময়ের গল্পটা কি? এই প্রশ্ন সেই ভাবীকে করতেই তিনি তৈরী করা উত্তর দিয়ে দিলেন-'এই গল্পে ঐ মাঠে গিয়ে গল্প বা খেলা করার জায়গায় যদি লিখ ইন্টারনেটে খেলা আর গল্প করা তাহলে সব পরিষ্কার। ছেলে মেয়েরা স্কুল থেকে এসেই ইন্টারনেটে চ্যাট করবে। আমি যতই বলি এই মাত্র না স্কুলে বন্ধুদের সাথে দেখা হলো এখন আবার গল্প কিসের? আমার ছেলে বলে, 'মা ঐ স্কুলে গল্প আর ঘড়ে বসে গল্প এক নয়। তুমি ওসব বুঝবে না' ।
এই দুটি গল্পের মধ্যে পার্থক্য এই যে এখনকার ছেলেমেয়েরা আর মুখোমুখি দেখা হবার অপেক্ষায় থাকে না। ইন্টারনেট সেই দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে। আমরা এখন জেনারেশন 'ওআই' বা 'এক্স' নয় বরং জেনারেশন 'ডি' বা 'ডিজিটাল জেনারেশন'কে বড় করার কঠিন দায়িত্ব হাতে নিয়েছি । কথা তো ঠিক এক সময় আমরা যেমন নতুন নতুন বন্ধু খুঁজতাম চিঠির মাধ্যমে - ওরা এখন সে ভাবে বন্ধু খুঁজে না। ইন্টারনেটে ওরা 'সাইবার নেবারহুড' (ইন্টারনেটের প্রতিবেশী) তৈরী করেছে যেখানে একজন আরেকজনকে কখনো না দেখেও এক ধরনের যোগাযোগ তৈরী করে ফেলে। মানসিক ভাবে একজন আরেক জনের সাথে 'কানেকটেড'। এক অদৃশ্য সূতোয়

তারা বন্ধুত্ব গড়ে তুলেছে। এটা কি খারাপ? আমি বলবো না। অবশ্যই খারাপ না। তবে প্রশ্ন হচ্ছে এই সাইবার কানেকশন বা ইন্টারনেটের যোগাযোগ কতখানি ঝুঁকিপূর্ন?

আবার ভাবীর গল্প বলি । ভাবীর উঠতি বয়সের এক ছেলে এবং মেয়ে আছে। ওদের নিরাপত্তা নিয়ে ভাবীর দুচোখে ঘুম নেই। আমি দুষ্টুমী করে ভাবীকে জিঞ্জেস করি, 'ভাবী, আপনার বাড়ীতে কোন অপরিচিত মানুষ ঢুকে আপনার ছেলে মেয়ের সাথে গল্প করতে পারবে'? ভাবী বিরক্ত হয়ে বলে, 'মানে? অপরিচিত মানুষকে আমি ঢুকতে দেব কেন'? আমি রসিকতা করে বলি, 'ধরুন যদি একজন দুষ্ট প্রকৃতির লোক গভীর রাতে আপনার ছেলে মেয়ের সাথে আড্ডা মারার জন্য আপনার বাড়ীতে আসে আপনি কি করবেন'? এবার ভাবী ভীষন রেগে গেলেন, 'এমন ফালতু কথা বলো না তো? বাড়ীতে আমরা আছি না? আমার বাড়ীর দরজা কি খোলা থাকে যে হুট করে ঢুকে যাবে? দেখ বাইরের গেটে তালা, ঘরের দরজায় তালা। এসব ভেঙ্গে আসার প্ল্যান করলে পুলিশে ফোন করবো'। আমি ভাবীর নিরাপত্ত বেষ্টনী দেখে বললাম,'তাহলে আপনি নিশ্চিত যে আপনার ছেলে মেয়েরা খুব নিরাপদ'। ভাবীর তৃপ্তির হাসি, 'অফকোর্স' । আমি ভয়ে ভয়ে বলি, 'কিন্তু ভেবে দেখেছেন এই আপনি এখন বাইরের গেটে, ঘরের দরজায় তালা দিয়ে নিশ্চিন্তে আছেন। ছেলে -মেয়েরা যার যার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ওদের কাজ করছে। ওরা কি করছে'? ভাবী অবজ্ঞা করেই উত্তর দিল, 'কি জানি ঐ ইন্টারনেটে কি যেন করছে'? 'আপনার ছেলে -মেয়ে যে ইন্টারনেটে পৃথিবীর কোন দুদ্ধর্ষ ক্রিমিনালের সাথে কথা বলছে না সেটা বলবেন কি করে'? ভাবী এবার সোফা থেকে লাফ দিয়ে উঠলো, 'মানে'? এবার আমি বুঝিয়ে বলি, 'ইন্টারনেটে মানুষ ছদ্মনাম ব্যবহার করে। এমন ও তো হতে পারে কোন শিশু যৌন নির্যাতনকারী বা ক্রিমিনাল ভাল মানুষ সেজে আপনার ছেলে মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব করছে । আপনি ঘড় বাড়ী তালা দিয়ে ভাবছেন কেউ আপনার বাড়ীতে আসতে পারবে না। কিন্তু খেয়াল করুন ঐ ইন্টারনেট দিয়ে ঐ ক্রিমিনালগুলো আপনার সন্তানের বেডরুমে ঢুকে পড়তে পারে'।

এবার বোধহয় ভাবীর টনক নড়লো। পারে তো তখনই ইন্টারনেটের তার কেটে দেয়। কিন্তু কথাটা তো সত্য যে এই সাইবার কালচার আমাদের প্রচলিত ছেলেমেয়েদের বড় করার (প্যারেন্টিং) বিষয়টি সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছে। আবার মনে করিয়ে দিই- আমারা আমাদের বাবা-মা বা দাদা-দাদীর কাছ থেকে এই বিষয়ে কিন্তু কোন ট্রেনিং পাইনি। অতএব এটা সম্পূর্ণ নতুন চ্যালেঞ্জ।

আমি নিশ্চিত সেদিন রাতে ভাবীর ঘুম হয়নি। গভীর রাতে বার বার উঠে ঘরের দরজা জানালা চেক না করলেও হয়তো বার বার উঁকি দিয়ে দেখেছেন তার ছেলে আর মেয়ে ইন্টারনেটে কোন ক্রিমিনালের সাথে কথা বলছে কিনা। বিষয়টি নি:সন্দেহে চিন্তার ব্যাপার। কিন্তু এরাতো এই ডিজিটাল যুগের। ইন্টারনেটের তার কেটে এই সমস্যা সমাধান হবে না। আপনার সন্তানকে অবশ্যই ইন্টাননেট দিতে হবে। নতুবা সে স্কুলে বন্ধুদের সাথে চলনে বলনে পিছিয়ে পড়বে । আপনি কি তা চান? ভাবীর গভীর আকুতি- তাহলে করবো টা কি? এই প্রশ্নের কোন সহজ উত্তর নেই। কারন আমরা প্রত্যেকেই ভিন্ন। তবে আমি কত গুলো বিষয়ে আপনাদের চোখ রাখতে অনুরোধ করবো। দেখুন না এগুলো দিয়ে ঘড়ে একটা সুন্দর সুস্থ পরিবেশ তৈরী করা যায় কিনা!

১. সন্তানের সাথে কথা বলুন: এর কোন বিকল্প নেই। বাবা মার উচিত প্ল্যান করে সন্তান এর সাথে বসে ইন্টারনেট ব্যবহার বিষয়ে কথা বলা। যেমন কখন চ্যাট করবে, কি কি ওয়েব সাইটে ক্লিক করা যাবে না ইত্যাদি। ঐ যে শুরুতে যেমন বলেছি আমাদের বাবা

মা যেমন আমাদের বলে দিত খেলা শেষে কখন বাড়ী ফিরতে হবে, কখন পড়তে হবে ইত্যাদি। ঠিক ঐ রকম একটি প্ল্যান সন্তান কে পরিষ্কার জানিয়ে দিন যে আপনি তাকে বিশ্বাস করেন। অতএব যেদিন এই বিশ্বাস ভঙ্গ হবে সেদিন থেকে ইন্টারনেট ব্যবহারের অবাধ লাইসেন্স বন্ধ হবে। সহজ ভাষায়- আপনার সন্তানকে ইন্টারনেট ব্যবহারের বাউন্ডারী ঠিক করে দিন। এই বাউন্ডারী ঠিক করার সময় আরো কয়েকটি বিষয় খেয়াল রাখবেন

- ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘন্টার পর ঘন্টা ইন্টারনেট ব্যবহার কিছুতেই উৎসাহিত করবেন না। যদি ঘরের দরজা বন্ধ করতেই হয় তাহলে যে কোন সময়, যে কোন অজুহাতে ঘড়ে ঢুকে সন্তানের সাথে কথা বলবেন।
- অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপনার সন্তান পড়াশুনা এবং ইন্টারনেটে কথাবার্তা (চ্যাট) একই সময়ে করতে চাইবে। আপনি সেটা না করতে দিলেই ভয়াবহ যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। দুটা কাজ একসাথে করা যায় না আমি তা বলবো না। তবে এটা সত্য যে পড়াশুনা এক ঘন্টায় করা যায় সেটা করতে দু'ঘন্টা লাগতে পারে। সন্তানের আলোচনা করে নিয়ম ঠিক করুন-কখন পড়াশুনা আর কখন চ্যাট করা উচিত। তবে এটা অবশ্যই যৌথ সিদ্ধান্ত হওয়া উচিত।

২. ইমেল পাসওয়ার্ড: সন্তান কে বলুন আপনার অনুমতি ছাড়া ইন্টারনেটের একাউন্টের পাসওয়ার্ড বদলানো যাবে না। তার মানে এই নয় আপনি প্রতিদিন তার ইমেল পড়বেন। কিন্তু ও জানবে আপনি ইচ্ছে করলেই ওর ইমেল পড়তে পারেন।

৩. আপনার সন্তান যাদের সাথে ইন্টারনেটে কথা বলে (ইন্টারনেটের ভাষায় একে বলে - চ্যাট) তাদের বিষয়ে জিজ্ঞেস করুন। জানুন কে কে ওর স্কুলের বন্ধু আর কে কে স্কুলের বাইরের, জিঞ্ঞেড়স করুন কিভাবে পরিচয় হয়েছে? যদি কখনো দেখেন যে নতুন বন্ধুর নাম লিষ্টে যোগ হয়েছে প্রশ্ন করুন।

৪. ইন্টানেটে আপনি ইচ্ছে করলেই দেখতে পারেন আপনার সন্তান কি কি ওয়েবসাইট ব্রাউজ করেছে। কথা বলে ঠিক করুন আপনার সন্তান কখনই ঐ ওয়েবসাইট হিস্ট্রি মুছবে না। কারন আপনি যে কোন সময় সেটা চেক করতে পারেন। যদি সে ব্রাউজিং হিস্ট্রি মুছে ফেলে তবে সে তার ইন্টারনেটের স্বাধীনতা হারাবে।

৫. সন্তানের উপড় চোখ রাখুন। ওর আচরনে কি হঠাৎ কোন পরিবর্তন খেয়াল করছেন? প্রিয় টেলিভিশনের অনুষ্ঠান, কম্পিইটার গেম বাদ দিয়ে কি ইন্টারনেটে বসে আছে? যদি তাই হয় প্রশ্ন করুন -ও সারাক্ষণ ইন্টারনেটে কি করে?

অনেকে বলে এত ঝামেলা না করে বাজার থেকে ইন্টারনেট সিকিউরিটি ফিল্টার কিনলেই তো সব সমাধান হয়ে যায়। অষ্ট্রেলিয়ার সরকার বিনা মূল্যে সবাই কে এই ফিল্টার দিচ্ছে। আমার ধারনা এই ফিল্টারকে কিভাবে ফাঁকি দেয়া যায় তা এই 'ডিজিটাল জেনারেশন' জানে। আমি ডাউনলোড করিনি আমার সন্তান কে বলেছি, 'তুমি আমার ফিল্টার। যে দিন দেখবো তুমি ফিল্টার করছো না সেদিন থেকে তোমার ইন্টারনেট ব্যবহার আমার হাতে চলে আসবে'। তারপর ও জানি আমাকে চোখ রাখতে হবে। কারন এই বয়সটাই ভিন্ন। ওরা এ্যাঞ্জেল নয়। অতএব বাবা মার চোখকে ফাঁকি দেওয়ার চেস্টা তো থাকবেই। সন্তান এর সাথে ইন্টারনেট

সম্পর্কে কথা বলতে গেলে আপনাকেও ইন্টারনেট সম্পর্কে জানতে হবে। নতুবা আপনাকে বোকা বানানো খুব সহজ হবে। অতএব ওদের সাথে তাল মিলাতে হলে ওদের ভাষা শিখুন। ওদের লয়ে চলুন। ভাল করে তাকিয়ে দেখুন আপনার চারিপাশে অনেক বন্ধু-বান্ধব আছে যারা কম্পিউটার সম্পর্কে বেশ ভাল জানে এবং এক কাপ চায়ের বিনিময়ে আপনার অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে। শেষ কথা ইন্টারনেট মানে কমিউনিকেশন। অর্থাৎ এক জনের সাথে আরেক জনের যোগাযোগ। আপনার বড় শক্তি হোক আপনার সন্তান এর সাথে আপনার যোগাযোগ। আমি জানি এই লেখা পড়ে আমার সেই ভাবী বলবে, 'তো যোগাযোগটা বাড়াবো কি ভাবে'? এর উত্তর আগামীতে । ভাল থাকুন।

জন মার্টিন
মনোবিজ্ঞানী
Email: myinnerforce@gmail.com